আলমডাঙ্গার চিৎলায় গলায় ফাঁস দিয়ে একজনের আত্মহত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামের মরজেম আলি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় চিৎলা সরকারি কবরস্থানের পাশে মুচিপাড়ার মাঠের মধ্যে এক নির্জন স্থানে এই ঘটনাটি ঘটে।

গ্রামবাসী সুত্রে জানা গেছে, চিৎলা গ্রামের শুকুর আলির মেয়েকে বিবাহ করে দীর্ঘদিন ধরে ঘরজামাই হিসেবে মরজেম আলি বসবাস করছিলেন। তিন কন্যা সন্তানের পিতা এই মরজেম আলি পারিবারিক কলহের জেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ মরজেমের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের মৃত্যু

গলায় ফাঁস দিয়ে শিমুল হোসেন (১৯) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সে কাগমারী গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন।

জানা যায়, কোটচাঁদপুরের কাগমারী গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে শিমুল হোসেন (১৯)। সে কোটচাঁদপুর মেইন বাসস্ট্যান্ডের শওকত আলীর ওয়েলডিং কারখানায় কাজ করেন। পেশায় সে ওয়েলডিং মিস্ত্রি। শিমুল রাতে প্রতিনিয়ত দেরিতে ফেরেন। আর কাজ করে টাকা পযসার কোন হিসাব দেন না বাড়িতে।

এ নিয়ে গতকাল বুধবার রাতে শিমুল বাড়িতে ফিরলে, তাঁর পিতার সঙ্গে বাকবিতন্ডা হয়। সে ক্ষোভে শিমুল রাতের খাবার খেয়ে তাঁর শোবার ঘরে শুয়ে পড়েন। এরপর রাতে কোন এক সময় তাঁর শোবার ঘরের বাশের সঙ্গে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান শিমুলের ভাবী বন্যা খাতুন। লাশ দেখে সে চিৎকার দিলে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। পরে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে থানা পুলিশ লাশটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্টে তেমন কিছু পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এখন থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় গলায় ফাঁস দিয়ে গৃহবধূর আত্নহত্যা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের আড়িয়া গ্রামে স্বামীর উপর অভিমান কেও ছাবিনা (৩৫) গলায় ফাঁস দিয়ে আত্নহত্যা করেছে।

জানাযায় আজ শনিবার দুপুর ১ টার দিকে দর্শনা থানার ৬৩ নং আড়িয়া গ্রামে নিজ বাড়িতে আড়ার সাথে পারিবারিক কলহের জেরে গলাই ফাঁস দেয় গৃহবধূ সাবিনা। পরবর্তীতে পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষার নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, এ বিষয়ে দর্শনা থানায় ভুক্তভোগী পরিবারের কেউ অভিযোগ করেনী বলে জানায়। তবে লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আছে।

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে গলায় ফাঁস দিয়ে নারীর আত্নহনন

পারিবারিক কলহের জের ধরে টুলু খাতুন (৫১) নামের এক নারী আত্মহত্যা করেছেন। আজ বুধবার বিকেল ৪ টায় নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। নিহত টুলু খাতুন পৌর এলাকার গেটবন্ডবিল এলাকার মানোয়ার শেখের স্ত্রী। এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানাগেছে, উপজলার বন্ডবিল এলাকার মনোয়ার শেখের স্ত্রী টুলু খাতুন দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভুগছিল। মানসিক ভারসাম্যহীন ওই নারী মাঝেমধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করতেন। আজ বুধবার পারিবারিক কলহের জেরে তিনি নিজ ঘরে ওড়না পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, আত্নহত্যার ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে বৃদ্ধর আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার কুমারী জাহাঙ্গীর আলম নামের বৃদ্ধ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঘটনাটি শনিবার সকাল ৯টার দিকে ঘটেছে। এঘটনায় নিহত বৃদ্ধর ভাই বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি গ্রামের মৃত রওশন আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৬০)। সে গত কয়েক বছর যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছিলো। ইতোপূর্বে জাহাঙ্গীর আত্নহত্যার চেষ্টাও চালায়।

শনিবার সকাল ৯টায় খাবার খেয়ে ঘরে ঢোকে। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরকে ডাকাডাকি করেও দরজা না খুললে দরজা ভেঙে পরিবারের লোকজন প্রবেশ করে। ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় জাহাঙ্গীরের লাশ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে।

এ ঘটনায় জাহাঙ্গীরের ছোট ভাই মন্টু বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে।